দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ০৪-DEC-1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

শিক্ষা প্রসারে কিছু উদ্ভাবনীমূলক কাজ

সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি কিছু সংখ্যক হিতকামী নাগরিক দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে আকৃষ্ট করা, ড্রপআউট বা অকাল পতন রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও বেশি টেকসই করার লক্ষ্যে কিছু উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচী প্রবর্তন করেছেন।

জামিল আহমেদ নাট্য জগতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও হৃদয়গ্রাহী করা এবং শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে মানব জীবনের বিশাল সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তোলার জন্য "শিক্ষা ক্ষেত্রে নাটক" নামক এক কর্মসূচীর প্রবর্তন করেছেন। তাঁর শ্লোগান হচ্ছে "শিক্ষা আনন্দের"। তিনি সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিচ্ছে এমন

জাকারিয়া শিরাজী

তিনটি প্রাথমিক স্কুল বেছে নিয়েছেন। এর দু'টি ঢাকা শহরে, আরেকটি রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানায়।

এই কর্মসূচীতে পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা সেসব নাটকে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে থাকে। এর ফলে তারা বইয়ে আলোচিত বিষয় ও সমস্যাকে নিজের করে উপলব্ধি করতে পারে এবং তাদের নিজস্ব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাও

একটা বিষয় ইব্রাহীম সোবহানের কাছে ধরা পড়লো : সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ও পাঠ অনুশীলনের ক্ষমতা বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়া যায় কেবল রুটিনের সামান্য রদবদল করে। এতে কোন খরচ বা কোনও আয়োজনেরই প্রয়োজন নেই। কেবল একেকটা পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য ৩০ মিনিটের জায়গায় ৬০ মিনিট করলেই (মোট বিদ্যালয় সময় অপরিবর্তিত রেখে) শিক্ষার মান বাড়ানো, সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের পড়ালেখায় আগ্রহী করে তোলা এবং অকালপতনের হার কমানো সম্ভব। তিনি জানান, '৬০ মিনিটের পিরিয়ড হলে শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই পাঠ শেষ করা সম্ভব হয়। এমনকি ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগতভাবে মূল্যায়নের জন্যেও কিছু সময় হাতে থাকে। এর ফলে বাড়ির কাজ দেবার প্রয়োজন পড়ে না এবং বাড়ির কাজের ওপর নির্ভরশীল যে শিক্ষা তাতেই সুবিধাবঞ্চিতরা বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়তে থাকে। কারণ পাঠাভ্যাস করার মতো অনুকূল পরিবেশ তাদের বাড়িতে থাকে না।

কতগুলো স্কুলকে ইব্রাহীম সোবহান রাজি করিয়েছেন ৬০ মিনিটের পিরিয়ড প্রবর্তন করতে। ফল হয়েছে ইতিবাচক। অকালপতনের হার কমেছে এবং সার্বিকভাবে শিক্ষার মান বেড়েছে। আরও বেশিসংখ্যক স্কুল এ পদ্ধতি ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছে। ইব্রাহীম সোবহান মনে করেন ভবিষ্যতে ৬০

ক্রিয়াশীল হবার সুযোগ পায়। এভাবে ছেলেমেয়েরা শিক্ষণীয় বিষয় আরও গভীরভাবে আর আনন্দের সঙ্গে আত্মস্থ করে। তারা লেখাপড়ার সঙ্গে আরও জড়িয়ে যায়।

নাটকের একটা সুবিধা যে, এটা একটা পরীক্ষাগারসুলভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে, যেখানে একটা জিনিসকে অন্য যে কোন জিনিসের কাল্পনিক প্রতিভূ সাজানো যায়। অভিনয় দ্বারা ছেলেমেয়েরা সমস্যা সম্পর্কে কেবল জ্ঞানলাভ করে না, সমস্যাকে অনুভব করে। এই পদ্ধতি নিয়ে এখনও পরীক্ষা চলছে। প্রাথমিক ফলাফল উৎসাহজনক। জামিল আহমেদ বলেন, 'বালিয়াকান্দি থানার যে প্রাথমিক স্কুলে তিনি এই উদ্ভাবনীমূলক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন, সেখানে উপস্থিতির হার প্রবলভাবে বেড়েছে। এমনকি শস্য তোলার সময় যখন দরিদ্র ছেলেমেয়েরা সাধারণত স্কুলে না গিয়ে মাঠে কাজ করে, সে সময়টাতেও উপস্থিতির হার ছিল বেশি।'

তিনি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের খুব প্রশংসা করলেন। তাঁর পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন নিঃসন্দেহ, তাই সর্বাত্মক সহযোগিতা তাঁরা দিয়েছেন। জামিল আহমেদ মনে করেন, ভবিষ্যতে তাঁর পদ্ধতির একচেটিয়া সাফল্য সরকারকে বাধ্য করবে বৃহত্তর পর্যায়ে এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম একজন পদার্থবিদ। তিনি একটি বিজ্ঞান সাময়িকী সম্পাদনা করেন। সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্যে তিন বছর মেয়াদী এক শিক্ষাসূচী গড়ে তুলছেন তিনি। কারিগরি বিষয় এই শিক্ষাসূচীর অঙ্গীভূত করা হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীরা অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করতে পারে।

দেশব্যাপী এই ধরনের ৩৫০টি স্কুলের ১৬ হাজার ছাত্র/ছাত্রী সকলেই সুবিধাবঞ্চিত। ভর্তির পর তাদের স্থানীয়ভাবে ব্যবহারযোগ্য কোন একটা প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যেমন সাবান তৈরি, মোমবাতি তৈরি, চারা গাছ পরিচর্যা অথবা একটু বেশি বয়সের ছেলেমেয়েদের বেলায় ডিজেল পাম্প মেরামত। তাই ছেলেমেয়েরা অক্ষরজ্ঞান ও সংখ্যাজ্ঞান লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের যোগ্যতা ও পণ্যকে বাজারজাত করে উপার্জনও করতে পারছে। এখানে বাজারজাত করার জন্যে একটা ব্যবস্থাও রাখা হয়। শিক্ষা যেখানে অর্থ উপার্জনের সন্ধান দেয় সেখানে অকালপতন বা ড্রপআউটের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

তিন বছরের শিক্ষাসূচী শেষ করে যখন তারা বের হয়, তখন শুধু সাক্ষর নয়, কারিগরিতেও তারা দক্ষ হয়ে ওঠে। মোহাম্মদ ইব্রাহীম জানান, 'ছাত্র প্রতি ব্যয়ও অনেক কম'। তিনি বলেন, 'আমরা বিশেষভাবে প্রণীত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করি ঠিকই কিন্তু বোর্ডের শিক্ষাক্রমের ওপরই তার ভিত্তি'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা দাঁড়াচ্ছে। এর ফলে কি কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি কিংবা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ব্যাহত হবে না? 'মোটেই না', বললেন, মোহাম্মদ ইব্রাহীম। 'আমরা তো তাদেরকেই ভর্তি করছি যারা প্রাথমিক স্কুলের বাইরেই রয়ে গেছে?'

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে এত বেশি সংখ্যক গরিব ছেলেমেয়ের অকালপতন ঘটে কেন? প্রশ্নটা ভাবিয়ে তুললো ইব্রাহীম সোবহানকে, আরেকজন উদ্ভাবনমূলক সমাজকর্মী। তিনি বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষা সমিতি নামক প্রাথমিক শিক্ষার ওপর এক স্বেচ্ছাসেবী গবেষক দলের কর্মকর্তা। অকালপতনের কারণ অবশ্য ব্যাপকতর আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে নিহিত। কিন্তু

মিনিটের পিরিয়ডই নিয়মে দাঁড়াবে।

কাজের ঝি, গার্মেন্ট কর্মী এসব স্বল্প আয়ের কিংবা অন্যান্য কর্মজীবী ও স্বনির্ভর মাদের সন্তানরা হয় প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয় না অথবা তাদের অকালপতন ঘটে। কেন? মাদের কিছু রোজগার আছে আর তিনি সন্তানের শিক্ষার জন্যে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত নন, কিন্তু প্রায়শ তারা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে না। প্রশ্নটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন মাহবুবা আখতার মাহমুদ লীনা। লীনা বাংলা সাহিত্যে এম এ। নারী অধিকার আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। নগরের বস্তি অঞ্চলের দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তিনিও দেখলেন এসব মহিলার গার্হস্থ্য পরিবেশ সন্তানের বিদ্যার্জনের অনুকূল নয়। তিনি পতিতাদের উদাহরণ দিলেন। পতিতাদের অনেকের পর্যাপ্ত আয় আছে এবং তারা সন্তানের শিক্ষার জন্যে ব্যয় করতে প্রস্তুত কিন্তু বাড়িতে সন্তানের শিক্ষার জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে তারা অক্ষম। সকল শ্রেণীর কর্মজীবী স্বনির্ভর মাদের সংখ্যাও বাড়ছে।

লীনা প্রতিষ্ঠা করলেন 'উৎস', এ ধরনের মায়েদের সন্তানের জন্যে একটি আবাসিক স্কুল। উৎসতে ছেলেমেয়েরা পায় শিক্ষা, খাবার, জামাকাপড় এবং আবাসিক স্কুলের সকল সুযোগ-সুবিধা। তবে খুব স্বল্প টাকায়। ছাত্রপ্রতি খরচ হয় মাসে ১৬ শ' ৫০ টাকা, কিন্তু 'উৎস' মাদের কাছ থেকে নেয় এক শ' টাকা থেকে এক হাজার টাকা, আয় অনুসারে। বাকি টাকায় সংস্থান হয় স্পনসর বা পাতানো অভিভাবকদের কাছ থেকে যিনি টাকাটা এককালীন বার্ষিক অনুদান হিসাবে দান করেন। একজন স্পনসর ইচ্ছামতো কোন বিশেষ ছাত্রছাত্রীর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন অথবা নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কিত না করেও টাকা দিতে পারেন।

লীনা জোর দিয়ে বলেন, 'উৎস একটি আবাসিক স্কুল, এতিমখানা নয় এবং এখানে পারিবারিক উষ্ণতা রক্ষারও চেষ্টা করা হয়'। লীনা স্পনসরদের অকৃত্রিম প্রশংসা করেন। তাঁদের সবাই ধনাঢ্য নন, কিন্তু তাঁরা অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার রক্ষা করে চলেছেন।

লীনার প্রকল্প এখনও ক্ষুদ্র আকারের এবং 'উৎস'তে আবাসিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও সীমিত। এর কর্মক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হবে এবং তিনি আশা করেন কিছু অর্থকরী কাজ দ্বারা নিজস্ব আর্থিক ভিত্তি লাভ করা যাবে। এ ধরনের একটি অর্থকরী কাজ হলো খাদ্য সরবরাহ বা ক্যাটারিং সার্ভিস। তা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। তিনি আরও আশা রাখেন, তাঁর প্রকল্পের সাফল্য অন্যদেরও এটা পুনঃপ্রয়োগে উৎসাহিত করবে।

জামিল আহমেদ, মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ইব্রাহীম সোবহান ও মাহবুবা আখতার মাহমুদ লীনা, প্রাথমিক শিক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ এই ব্যক্তি চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন ঐক্যসূত্র কি আছে? হ্যাঁ আছে। তাঁরা সকলেই অশোকা ফেলো। অশোকা একটি আন্তর্জাতিক ফেলোশীপ নেটওয়ার্ক, যা সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সমর্থন জুগিয়ে থাকে। বাংলাদেশে ৩৪ জন অশোকা ফেলো আছেন, ভারতে ৯৬ জন এবং সারা বিশ্বে ৪২৮ জন। বাংলাদেশে অশোকা ফেলোরা জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছেন।

■ ডেভেলপমেন্ট ফিচার